B.A. Education (Honours)

SEMESTER-IV

EDU-H-SEC-P-2(C): Project Work (Practical Course)

Skill Enhancement Course; Credit-2. Full Marks-50

Course Learning Outcomes:

After completion of this course the learner will be able to:

- Explain the process of conducting a Project.
- Prepare a Project Report.

Guideline:

Each student is required to complete anyone project related to any area of the syllabus to be evaluated by External Examiner through viva-voce. The project work will be completed within 5000 words or 25 pages (A4) and to be submitted as per University Schedule:

- Title of the Project: To be selected from the syllabus specified for Core papers.
- Introduction
- Significance of the Study
- Review of Related Literature/ Background of the study
- Objectives of the Study
- Methods and Procedure
- Data Analysis and Discussion
- Conclusion
- References

N.B: Evaluation to be done by External Examiner.
Marks distribution is to be i.e. Report writing-20, Viva Voce-20.

UNIVERSITY OF KALYANI

B.A EDUCATION (HONOURS)
(UNDER CBSC CURRICULAM)

4th SEMESTER

COURSE CODE- EDU-H-SEC-P-2(A)
COURSE TITLE - PROJECT WORK

TOPIC: ROLE OF MASS MEDIA IN EDUCATION

University Roll: 3114221 No- 2255154
Reg. No- 051337 Session: 2022-2023

Study Centre/College Name
JATINDRA RAJENDRA MAHAVIDLAYA

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই প্রকল্প পত্রটি সম্পূর্ণ করার কাজে আমি আমার শিক্ষকও নির্দেশক শ্রী সুফল সরকার (যতীন্দ্র রাজেন্দ্র মহাবিদ্যালয় , শিক্ষা তত্ত্ব বিভাগ) মহাশয়ের কাছ থেকে যে নিরলস ও উৎসাহ অনুপ্রেরণা লাভ করেছি তা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে আ এরন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন যে করছি।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা তত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মিঠুন কুমার ঘোষ মহাশয়কে এবং উক্ত বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দকে , যারা আমাকে সুপরামর্শ ও সঠিক দিক নির্দেশ করেছেন ।

বিশেষ সম্মান করছি যতীন্দ্র রাজেন্দ্র মহাবিদ্যালয় এর অন্তর্গত শিক্ষা তত্ত্ব বিভাগীয় ও গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দকে ; যারা আমাকে বিভিন্ন রেফারেন্স বই ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছেন

সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য , এই প্রকল্পের কাজটি সুধীজনের দ্বারা সমাদৃত হলে সার্থক হবে আমার এই অক্লান্ত পরিশ্রম আন্তরিক প্রচেষ্টা। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী

তারিখ: 26/09/2024

বিনীত

Sayed Hossain Mondal

JATINDRA RAJENDRA MAHAVIDYALAYA

DEPARTMENT OF EDUCATION

From ,
Mr . Mithun Kumar Ghosh
Department of Education
Jatindra Rajendra mahavidyalaya
Amtala , Murshidabad

This to certify the Project ..... Role of mass media in Education .....

Submitted by ..... Sayed Hossain mondal .....

to the **Jatindra Rajendra Mahavidyalaya** for the partial fulfillment of the degree of B.A 4th semester has been prepared by himself. The project work has been carried out by the investigator under my guidance and supervision.

No part of this work has been submitted to any other institution for the award of any degree or diploma.

JATINDRA RAJENDRA MAHAVIDYALAYA
ESTD-1986
Received
P.O. Amtala, Dist. Murshidabad

Mr . Mithun Kumar Ghosh

TITLE OF THE PROJECT WORK

Topic

Role of Mass Media in Education

শিক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
1. ভূমিকা	1-2
2. উদ্দেশ্য	3
3. গুরুত্ব	4-6
4. তাৎপর্য	7
5. সাহিত্য পর্যালোচনা	8
6. তথ্য বিশ্লেষণ ও আলোচনা	9-26
7. উপসংহার	27
8. সহায়ক গ্রন্থাবলী	28

ভূমিকা :-

আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের গণমাধ্যমের সৃষ্টি হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণচেতনা সৃষ্টির ব্যাপারে গণমাধ্যমগুলি যেমন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে তেমনি জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারেও তার গুরুত্ব অপরিসীম। জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান , অভিজ্ঞতা ও তথ্য সরবরাহের জন্য যে মাধ্যমগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বলা হয় গণমাধ্যম (Mass Media)।

অর্থাৎ মানুষের জানার চাহিদা নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্য তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানবসভ্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও খবরাখবর সরবরাহের জন্য যে মাধ্যম ব্যবহৃত হয় , তাই হল গণমাধ্যম (Mass Media) ।

বিংশ শতকের শেষের দিকে গণমাধ্যমকে আটটি শ্রেণীতে বিভক্তি করা হয়েছিল, যেমন - পুস্তক, সংবাদপত্র, লেখ্য বিবরণী, বেতার, ম্যাগাজিন, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন এবং ইন্টারনেট। কিন্তু ডিজিট্যাল প্রযুক্তির আবিষ্কারের ফলস্বরূপ বিংশ শতকের শেষভাগে তথা একবিংশ শতকের প্রারম্ভে গণমাধ্যমের শ্রেণিকরণে পরিবর্তনের সময় এসেছে। 2000 খ্রিস্টাব্দে 'Seven Maa Media' বা 'সাত জনমাধ্যম' শ্রেণীকরণটি অনেক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তা হল –

1. ছাপা - (পুস্তক, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ইত্যাদি) - পঞ্চদশ শতকের শেষে।

2. লেখ্য বিবরণী - (গ্রামোফোন, রেকর্ড, ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি, ম্যাগনেটিক টেপ ইত্যাদি) - ঊনবিংশ শতকের শেষে।

3. চলচ্চিত্র - প্রায় ঊনবিংশ শতক থেকে।

4. বেটার - 1910 খ্রিষ্টাব্দ থেকে।

5. দূরদর্শন -1950 খ্রিস্টাব্দ থেকে।

6. ইন্টারনেট - 1990 খ্রিস্টাব্দ থেকে।

7. মোবাইল ফোন - প্রায় 2000 খ্রিস্টাব্দে থেকে।

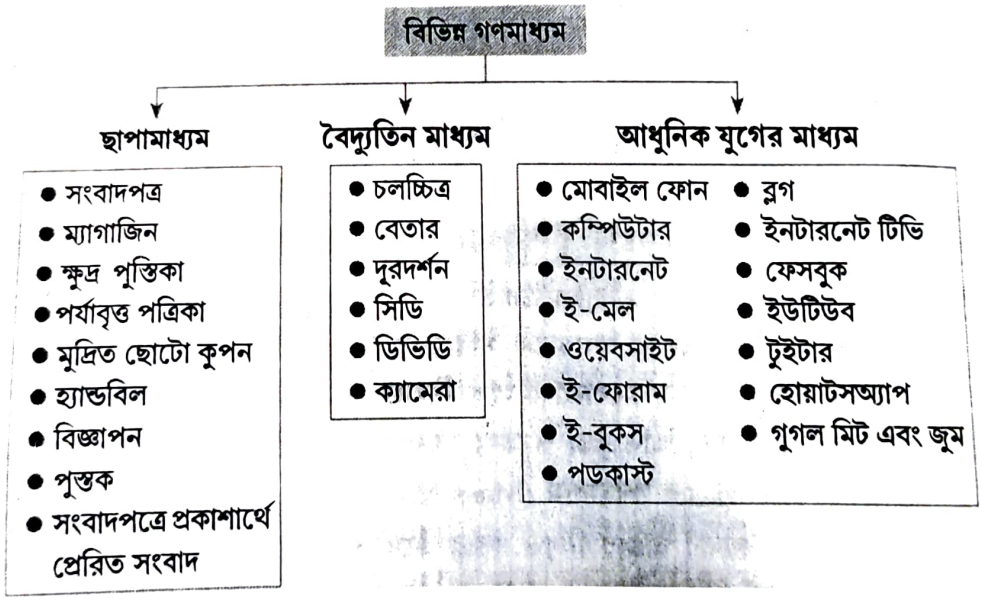

শিক্ষা ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের উদ্দেশ্য হলো:

1. তথ্য সরবরাহ :- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদান করা, যা তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে সহায়ক।

2. সচেতনতা বৃদ্ধি :- শিক্ষা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা, যেমন স্বাস্থ্য, পরিবেশ, এবং সামাজিক সমস্যাগুলির ওপর শিক্ষামূলক আলোচনা।

3. শিক্ষার প্রচার:- শিক্ষার গুরুত্ব এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রোগ্রাম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা।

4. অনুপ্রেরণা প্রদান :- শিক্ষার্থীদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক গল্প, সাফল্যের উদাহরণ ও প্রেরণার সূত্র সরবরাহ করা।

5. আলোচনা ও সমালোচনা :- শিক্ষা নীতিমালা, পদ্ধতি এবং কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা করা যা শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে ।

6. সম্পর্ক উন্নয়ন :- শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা।

7. অবহিতকরণ: নতুন শিক্ষানীতি, প্রোগ্রাম এবং স্কলারশিপ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা।

8. জ্ঞান সম্প্রসারণ: বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান, প্রবন্ধ, ও ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করে।

9. শিক্ষার প্রভাব বৃদ্ধি: গণমাধ্যম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ উদ্দীপিত করে।

10. অভিনব পদ্ধতির পরিচিতি: নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতি, প্রযুক্তি, ও ইনোভেশন সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করে।

11. জ্ঞান বৃদ্ধি: নতুন নতুন ধারণা, প্রযুক্তি, এবং গবেষণার খবর প্রচার করে জ্ঞানবৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

12. প্রেরণা এবং উদ্দীপনা: শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়।

13. অ্যাক্সেসIBILITY: বিভিন্ন শিক্ষাসামগ্রী এবং রিসোর্স সহজলভ্য করা, বিশেষ করে যাদের প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রবেশাধিকার কম।

14. সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগ: শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন ইভেন্ট, কার্যক্রম, এবং সাফল্যের খবর সম্প্রদায়ের সাথে ভাগ করে নেওয়া।

15. তথ্য বিতরণ: শিক্ষামূলক তথ্য, নতুন পদ্ধতি ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যাপারে শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে অবগত করা।

16. সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি: বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম, সেমিনার, এবং ওয়ার্কশপ আয়োজন করে সাধারণ মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

17. শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ: শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য, কোর্স, ও অন্যান্য শিক্ষামূলক সুযোগ সম্পর্কে জানানো।

18. মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়া: শিক্ষা নীতির পরিবর্তন, উন্নয়ন প্রকল্প এবং শিক্ষাগত সমস্যার বিষয়ে জনমত তৈরির মাধ্যমে সরকারের নজরে আনা।

19. মতামত প্রকাশ: বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক মতামত, পর্যালোচনা, ও আলোচনা সহজলভ্য করা।

20. চেতনাবৃদ্ধি: শিক্ষার গুরুত্ব, নতুন শিক্ষা নীতিমালা ও উন্নয়নমূলক উদ্যোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

এছাড়াও, গণমাধ্যম শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যা আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সহায়ক।

গুরুত্ব :-

শিক্ষার্থীর জীবনে গণমাধ্যমে এর গুরুত্ব অসীম। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম হলো :- সংবাদপত্র (Newspaper) , চলচ্চিত্র (Cinema) , বেতার (Radio) , দূরদর্শন (Television) প্রভৃতি। শিক্ষা ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্বগুলি হল :-

1. স্বতঃস্ফূর্ত শিখন :-

গণমাধ্যমে শিক্ষার উপাদান গুলি অর্থাৎ শিক্ষার্থী , শিক্ষক , পাঠক্রম ও শিক্ষালয় নিয়মের কঠিন বাঁধনে বাঁধা থাকে না। এর ফলে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাকৃতিক , সামাজিক , সাংস্কৃতিক আঙিনা থেকে শিক্ষা লাভ করে জীবন বিকাশের রসদ সংগ্রহ করতে পারে।

2. সামাজিক বিকাশ :-

গণমাধ্যমগুলি যেমন - সংবাদপত্র , বেতার , চলচ্চিত্র , দূরদর্শন ইত্যাদিতে ঘটনা গুলি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় , যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক বিকাশ ঘটে নব চেতনার দ্বারা উন্মুক্ত হয়।

3. মানসিক বিকাশ :-

জ্ঞানমূলক যে সকল তথ্যাদি গণমাধ্যমে পরিবেশিত হয় তাতে শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠনের ভিত দৃঢ় হয় মানসিক বিকাশ ঘটে।

4. রাজনৈতিক সচেতনতা :-

গণমাধ্যমগুলির মাধ্যমে দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক চিত্রাবলী তুলে ধরা হয়। মানুষ সভ্যতার দোদুল্যমান প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার্থীদের কাছে রাজনৈতিক সচেতনতার গুরুত্ব অসীম। তাই এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি সার্থকতা সমাজের স্বার্থে গণমাধ্যমগুলি গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

5. পরিবর্তনশীল জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন:-

জগৎ পরিবর্তনশীল। ওই পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সঙ্গে জগতের রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক , সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবরোহ পরিবর্তন গড়ে তুলেছে সেই পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করা একান্তই জরুরী। এই বিষয়ে গণমাধ্যম গুলি ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

6 . বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের বিকাশ :-

শিক্ষা ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্ব হল বিষয় ভিত্তিক জ্ঞানের বিকাশ। বিভিন্ন গণমাধ্যমে যেমন দূরদর্শন , রেডিও , সংবাদপত্র প্রভৃতিতে বিষয়ভিত্তিক তথ্য ও পরিবেশিত হয়। ফলের পতাকা তো শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অনিয়ন্ত্রিত এবং প্রথা বহির্ভূত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ বিশ্বাসভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

7 . বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিতে জ্ঞানার্জন :-

গণমাধ্যমগুলির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি পরিবেশন করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসামান্য অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিতি এবং মানব সভ্যতা সভ্যতার উন্নয়নের ধারা অগ্রগতিতে গণমাধ্যমগুলি ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে।

8. শিক্ষানীতি নির্ধারণ :-

চলমান জগতে শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি সবই পরিবর্তনশীল। ওই পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষানীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলির বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

9. আগ্রহ বৃদ্ধি ও মনোযোগের বিকাশ :-

গণমাধ্যমে বিশেষ করে চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনে বিষয়গুলি চিত্রসহ পরিবেশিত হয় বলে শিক্ষার্থীরা উজ্জীবিত হয়। তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি এবং মনোযোগ বিকশিত হয়।

10. সর্বজনের কাছে গ্রহণযোগ্য :-

বেশ কিছু গণমাধ্যমের মাধ্যমে যে সকল তথ্যাদি পরিবেশিত হয় সেগুলি অধিকাংশই সর্বস্তরের। তার শিক্ষিত, অশিক্ষিত, উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন, নিম্নবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে জ্ঞানাতন করতে পারে জীবন জিজ্ঞাসা আর উত্তর অন্বেষণ করতে পারে।

11. অপসংগতিমূলক আচরণের অপসারণ : -

গণমাধ্যমে প্রচারিত মূল্যবান তথ্যাদি অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মন থেকে অপসংগতি মূলক আচরণ দূর করে ফলের অবদানে ইতিবাচক দিকগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষারেরা সমাজ জীবনে মূল চোখে ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

12. ঘটমান তথ্যাদি সম্বন্ধে অবগতি :-

চির পরিবর্তনশীল জগতে ঘটে চলা নিত্য নতুন ঘটনার গণমাধ্যমের দ্বারা আমরা অবগত হতে পারি। জীবন প্রহারের সঙ্গে ঘটনা প্রবাহের ক্রিয়া প্রতিকার ফলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি।

13. পরিবেশ সচেতনতা :-

মানুষ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত পরিবেশকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে চলেছে। ফলে পরিবেশ তিন দিন দূষিত করে চলেছে প্রকৃতির ভাষা নষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে মানব দেহ জাজরিত হচ্ছে। তাই পরিবেশ সম্বন্ধে চেতনা বৃদ্ধি করতে গণমাধ্যম গুলির মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তুলে ধরা হচ্ছে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। ফলে মানুষ পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে সুস্থ মূল্যবোধের অপমৃত্যু থেকে মানুষ ভুল অংশে রেহাই পাচ্ছে।

14. অন্ধদের শিক্ষালাভে সহায়ক :-

অন্ধদের অন্যতম প্রধান ইন্দ্রিয় চক্ষু অফিস হওয়ার তারা বিশ্বকে সঠিকভাবে চিনতে বা জানতে বা চিনতে পারেনা। গণমাধ্যমে বিশেষ করে বেতারে প্রচারিত তথ্যাদি থেকে অথবা বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান অর্জন করে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। কলেজ জীবন পথের বন্ধুরা কিছুটা হলেও দূর করতে সক্ষম হয়।

15. চিত্তবিনোদন :-

আধুনিক সভ্যতার বহুমুখী ধারায় ও সংসারের ঘূর্ণিচক্রে দৈনন্দিন জীবন আজ মানুষের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে বললে মনে হয় কটুক্তি হবে না। তাই মানব জীবনে চাই চিত্ত বিনোদনের খোরাক। সেই খোরাকে অন্যতম পরিবেশে হল গণমাধ্যম গণমাধ্যমে পরিবেশিত সংগীত নিত্য নাটক কৃষিকতার আসর বয়স্কদের জন্য অনুষ্ঠান, ছোটদের

জন্য অনুষ্ঠান , খেলার ধারা বিবরণী প্রভৃতি মানব জীবনে এনে দেয় অনেকটা স্বস্তি । তাই প্রচ্ছায়া , উপচ্ছায়া ঘেরা মানব জীবনে এনে দেয় অনেকটা স্বস্তি ।

16 . বহুমুখী উদ্দেশ্যসাধন :-

গণমাধ্যমগুলির মাধ্যমিক যেমন তাত্ত্বিক দিকগুলো তুলে ধরা হয় তেমনি ব্যবহারিক দিকগুলো উপস্থাপন করা হয় সুতরাং গণ মাধ্যমগুলি সাহায্যে শিক্ষা দেয় যেমন তত্ত্বগত পাঠ নিয়ে মনের বিকাশ ঘটাতে পারে তেমনি গণমাধ্যমের নিরপেক্ষতা ব্যবহারিক দিকগুলি সম্বন্ধে অবস্থিত হয়ে জীবন পথ মসৃণ করতে বহুলাংশে সক্ষম হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম

তাৎপর্য :-

শিক্ষা ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের তাৎপর্য অনেক গভীর এবং বহুমুখী। গণমাধ্যম শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নিম্নলিখিত উপায়ে:

1. তথ্য প্রদান: গণমাধ্যম শিক্ষার্থীদের নতুন বিষয়, গবেষণা, ও সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করে।

2. সাম্প্রতিক ঘটনাবলী: গণমাধ্যম ছাত্রদের বর্তমান বিশ্ব ও সামাজিক বিষয়ের সাথে পরিচিত করতে সাহায্য করে।

3. শিক্ষার প্রবাহ বৃদ্ধি: টেলিভিশন, রেডিও, ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষার বিভিন্ন রূপ ও পাঠ্যসূচী সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

4. মনোযোগ বৃদ্ধি: ইন্টারেকটিভ ও মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে।

5. মতামত ও আলোচনার সুযোগ: গণমাধ্যম শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের সুযোগ দেয়।

6. অনলাইন শিক্ষা: ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন কোর্স, ওয়েবিনার, এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক প্ল্যাটফর্ম সহজে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

মোটকথা, গণমাধ্যম শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন, প্রসার, এবং গুণগত মান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Review Literature) :-

প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর গবেষণার পুনরালোচনা অর্থাৎ লিটারেচার সার্ভে গবেষণাটিকে তার জ্ঞানের পশ্চাৎপট বৃদ্ধিতে সাহায্য করে । বিষয় সম্পর্কে নতুন আবিষ্কার , জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা , প্রাপ্ত ফলের মধ্যে মতভেদ নতুন ভাবে গবেষণার উৎসাহ সঞ্চার করে । পুনরালোচনা এবং লিটারেচার সার্ভে অন্যান্য গবেষকদের ব্যবহৃত নতুন পদ্ধতি এবং কৌশল তথ্য ঘটনা এবং ধারণা নতুন গবেষিকাকে তার সমস্যা নির্বাচনে এবং গবেষণা পরিচালনায় বিভিন্নভাবে সাহায্য করে।

যেমন :-

* প্রাসঙ্গিক গবেষণার পুনরালোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি সমস্যার কতটুকু জানা গেছে এবং কতটুকু এখনো অজ্ঞাত । সেই অজ্ঞাত বিষয়কে সামনে রেখে সমস্যা নির্বাচন করা যায় ।

* প্রাসঙ্গিক গবেষণার সিদ্ধান্ত ও ফলাফল গুলি পর্যালোচনা করে সমস্যার বর্তমান যুক্তি-গ্রাহ্যতা প্রদান করা যায় ।

উপরিক্ত বিষয়গুলির জন্য গবেষিকা তার তার গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলি পূর্ণ সমীক্ষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো , যথা -

গণমাধ্যম শিক্ষা ক্ষেত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ও তথ্য প্রদান করে। টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম, নথি এবং আর্টিকেল প্রকাশিত হয় যা শিক্ষার মান উন্নয়নে সাহায্য করে।গণমাধ্যম বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি, নীতি, এবং কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে। এটি নতুন শিক্ষা প্রকল্প এবং পদ্ধতির ব্যাপারে তথ্য দেয় যা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে।

গণমাধ্যম শিক্ষার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করে। এটি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে, যা তাদের শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাকে আরো সমৃদ্ধ করে।গণমাধ্যমে প্রকাশিত শিক্ষামূলক কন্টেন্টের গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ে বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। কিছু গণমাধ্যমে ভুল তথ্য বা পক্ষপাতমূলক তথ্য থাকতে পারে যা শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন করতে পারে।

ডিজিটাল মিডিয়ার বিকাশের ফলে ই-লার্নিং এবং অনলাইন শিক্ষার সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন শিক্ষা উপকরণ এবং সহায়তা প্রদান করছে।গণমাধ্যম এবং শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণার বিশ্লেষণ প্রয়োজন, যা বর্তমান প্রবণতা, কার্যকারিতা, এবং চ্যালেঞ্জগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। গবেষণার মাধ্যমে গণমাধ্যমের ভূমিকা, শিক্ষার উন্নয়ন এবং সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায়।

এই বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে গণমাধ্যম শিক্ষা ক্ষেত্রে একাধারে সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জ প্রদান করে, এবং এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার গুণমান ও প্রসার সম্ভব।

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে গণমাধ্যমের শ্রেণীবিভাগ নিম্নে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপিত হল

এই অধ্যায় আমরা সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, বেতার, দূরদর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং অন্যান্য গণমাধ্যমগুলো সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

1. সংবাদপত্র (Newspaper):-

সংবাদপত্র গণসংযোগের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয় একটি মাধ্যম সংবাদপত্রের দ্বারা শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশিত হয় না। এর দ্বারা মানুষের সামাজিক মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত প্রদান, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ইত্যাদি জাগ্রত হয়। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সমাজ জীবনে সংবাদপত্র একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সংবাদপত্র দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ইত্যাদি নানা প্রকার হতে পারে।

সংবাদপত্রের শিক্ষামূলক উপযোগিতাসমূহ (Educational Role of Newspaper) :-

1. আদর্শ জনক গঠন (Formation of ideal public opinion) :- সংবাদপত্র আদর্শ জনমত গঠনে সাহায্য করে। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সাফল্য অনেকাংশে নাগরিকদের চিন্তাধারার ঐক্য ও সমন্বয়ের উপর নির্ভর করে। সংবাদপত্রে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা হয়। এইসব মতামত জনগণের মধ্যে সামগ্রিক একক মতাদর্শ গঠনে সাহায্য করে।

2. সংবাদ পরিবেশন (Providing news) :-

প্রত্যেক সংবাদপত্রের প্রধান কাজ হল দেশ-বিদেশের নানা সংবাদ ও তথ্য পরিবেশন করা, অর্থাৎ সংবাদপত্র মানুষকে কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতার বিবরণ দাও এবং জ্ঞানভান্ডার পুষ্ট করে।

3. চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ (Development of thinking skill) :-

সংবাদপত্র ব্যক্তির চিন্তন প্রক্রিয়াকে অনেক বেশি সক্রিয় করে তোলে। সংবাদপত্র যেসব সংবাদ পরিবেশন করে তা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাক্তিজীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সকল বিষয়গুলির সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ব্যক্তিকে চিন্তা ও বিচার বিবেচনা করতে হয়। এই ধরনের চিন্তন প্রক্রিয়া ব্যাক্তি শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে।

4. শিক্ষার নীতি নির্ধারণ (Determination of educational principal) :-

সংবাদপত্র অনেক সময় শিক্ষানীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেকোনো সমাজ বা রাষ্ট্র শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত মতামতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে যা শিক্ষা নীতি নির্ধারণের সাহায্য করে।

5. ব্যক্তির আচরণধারা নিয়ন্ত্রণ (Control over behavioural pattern) :-

সংবাদপত্র ব্যক্তির আচরণ ধারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ব্যক্তিকে আদর্শ আচরণ গ্রহণে অনুপ্রানিত করতে পারে। এক্ষেত্রে সংবাদপত্র একটি সংস্কারমূলক দায়িত্ব পালন করে।

6. ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি (Increase language skill) :-

সংবাদপত্রে নিত্যনতুন শব্দের যথাযথ ব্যবহার দেখা যায়, যা পাঠক-পাঠিকার ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করে।

7. মূল্যবোধ গঠন (Formation of value) :-

সংবাদপত্র শিক্ষার্থীর মধ্যে মূল্যবোধ গঠনে সাহায্য করে। পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে তাদের মন থেকে গোড়ামি দূর হয় এবং তারা প্রগতিশীল হয়ে ওঠে

8. গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশ (Development of democratic ideals) :-

সংবাদপত্র নাগরিকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে গণতান্তিকতার সফল রূপায়নে সাহায্য করে

সংবাদপত্রের সীমাবদ্ধতাবাদ ত্রুটি (Limitations of Newspaper) :-

শিক্ষাক্ষেত্রে সংবাদপত্র সদর্থক দিকের পাশাপাশি এর কিছু ত্রুটি ও আমাদের প্রভাবিত করে, যেমন-

1. সংবাদপত্র মূলত একমুখী মাধ্যম। এর মাধ্যমে পাঠক তার মতামত তৎক্ষণাৎ ব্যক্ত করে প্রেরণ করতে পারে না।

2. যেহেতু ভারতবর্ষের জনসংখ্যার একটা বড় অংশই নিরক্ষর। তাই তারা সংবাদপত্র পড়ে জ্ঞানার্জন করতে পারে না।

3. দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তিরা সংবাদপত্র পড়তে না পারায় সংবাদপত্র তাদের কাছে প্রয়োজনীয় বিষয় খবর পৌঁছে দিতে পারে না।

4. বেশিরভাগ সংবাদপত্রই কোন না কোন রাজনৈতিক মদত পুষ্ট হওয়ার ফলে নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করে না। বরং অর্ধসত্য মানুষের সামনে তুলে ধরে।

5. বর্তমানে সংবাদপত্রে বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন শিক্ষার্থীর মনকে বিভ্রান্ত করেও তাদের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

6. সংবাদপত্র সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার। তাই আজকাল প্রায় সব রাজশাহী সংবাদপত্রকে তাদের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার করে তোলে। ফলে সুস্থ ও নিরপেক্ষ সমাজ গঠন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

বর্তমানে আমাদের দেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চললেও তাদের শিক্ষামূলক দিকটি ক্রমশ অবহেলিত হয়ে পড়ছে। এই সকল ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা বাদ দিলে সংবাদপত্র সমাজসচেতনতা এবং জনমত গঠনে আরো কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

সংবাদপত্রের পাশাপাশি অন্যান্য ছাপা মাধ্যম গুলি (Print Media) হল -

1. ম্যাগাজিন (Magazine) :-

ম্যাগাজিন একটি অতি জনপ্রিয় ছাপা মাধ্যম, সাধারণত যার কোন বিশেষ বিষয়ের ভিত্তিতে তথ্য গ্রহণে আগ্রহী তাদের জন্য এটি কার্যকরী। সাম্প্রতিক ঘটনা, ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থনীতি, বিনোদন, জীবনশৈলী, সৌন্দর্য, ভ্রমণ ইত্যাদি বিভিন্ন দিক ম্যাগাজিনে অন্তর্ভুক্ত থাকে। ম্যাগাজিন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক এমনকি বার্ষিক ও হতে পারে। 2. ক্ষুদ্র পুস্তিকা (Pamplets) :- সাধারণত কোন উপাদান সামগ্রী বা কোন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন ক্ষুদ্র পুস্তিকার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। ক্ষুদ্রপুস্তিকা দু ধরনের হতে পারে, বিক্রয়ের পূর্বে ও বিক্রয়ের পরে। বিক্রয়ের পূর্বে বড় বড় দোকানে দ্রব্য সামগ্রী সম্পর্কে ধারণা প্রদান করার জন্য বিক্রেতা বিনামূল্যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা সম্ভাব্য ক্রেতাকে প্রদান করে। আবার বিক্রয়ের পরে ক্রেতাদের অভিজ্ঞতা জানার জন্য ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিতরণ করা হয় নির্দেশনার আকারে। 3.পর্যাবৃত্ত পত্রিকা (Periodicals) :- বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কর্মীদের কাছে পর্যাপ্ত পত্রিকা উপস্থাপন করেন সংগঠনের সাফল্য বা পারদর্শিতা সম্বন্ধে জানার জন্য। তবে এই পত্রিকার নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে। সংগঠনের ভবিষ্যৎ দৃঢ়তা বৃদ্ধির জন্য এই ধরনের পত্রিকা খুবই উপযোগী।

4. মুদ্রিত ছোট কুপন (Printed coupon) :-

বিশেষত বিজ্ঞাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের ছোট কুপন ব্যবহার করা হয়। কখনো ডাকযোগে কখনো বড় শপিংমলে বা বাজারে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে এই ধরনের কুপণ বিলি করা হয়।

5. ইস্তাহার (Manifesto) :-

একটি ছোট কাগজের উপর মুদ্রিত আকারে বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়। এটি যেমন রঙিন আকর্ষণ হয়ে থাকে তেমনি সহজে গ্রহণযোগ্য হয়। ইস্তাহার রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বেশিরভাগ মানুষ এগুলি না পড়েই ফেলে দেয়।

6. বিজ্ঞাপন (Advertisement) :-

অনেক পরিমাণে আকর্ষণের জন্য উপযুক্ত জায়গায়, রাস্তার ধারে, বাড়ির মাথায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এখানে রং, নকশা, সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়ে মুখ্য অংশ জনগণের সামনে উপস্থাপিত করা হয়। প্রথমে হাতে লেখা হতো, কিন্তু পরবর্তীকালে মুদ্রণ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছাপা করে ফ্লেক্সের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন উপস্থাপন করা হয়। । সাম্প্রতিককালে ইলেকট্রনিক বোর্ডের মাধ্যমে উপস্থাপিত তথ্য মানুষের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

7. সংবাদপত্রে প্রকাস্বার্থে প্রেরিত সংবাদ (News of public interest) :-

যোগাযোগের মাধ্যম রূপে Press একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। সরকার, সংগঠন কিংবা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এমনকি বিখ্যাত ব্যক্তিদের বক্তব্য খসড়ার আকারে তৈরি করে প্রেসের সদস্যদের কাছে ডাকযোগে ভার্সিটির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। আবার সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমেও সে খবর প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে অধিকাংশ সংবাদ সাংবাদিকগণ গ্রহণ করে থাকেন।

8. পুস্তক (Book) :-

পুস্তক একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম যার মাধ্যমে বৃহৎ সংখ্যক পাঠকবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওঠে। লেখকের মতামত ও মন্তব্য সবকিছুই পুস্তকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

ছাপামাধ্যমের ত্রুটি (Limitations of P Media) :-

পূর্বে ছাপার মাধ্যমে যোগাযোগ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। বর্তমানে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের আবির্ভাবের ফলে পিন বা ছাপা মাধ্যমের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে। এটি সত্য যে ছাপা মাধ্যমের দরুন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। কারণ, কাগজ ও রাসায়নিক কালি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। তাছাড়া অতিরিক্ত পরিমাণে মুদ্রণের জন্য উপকরণ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার একটি সমস্যা। এছাড়া ছাপা মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সময় অনেক বেশি লাগে এবং ইচ্ছা অনুযায়ী বিষয়বস্তু পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা থাকে। অধিকাংশ মানুষ বর্তমানে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করার দরুন ছাপা মাধ্যমের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে।

2. চলচ্চিত্র (Cinema):-

বর্তমান জগতে চলচ্চিত্র শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় গণমাধ্যম। জনসংযোগের এই মাধ্যম একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আনন্দদান করে এবং শিক্ষা দিয়ে থাকে।

চলচ্চিত্রের শিক্ষামূলক ভূমিকা (Educational Role of Cinema) :-

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার একটি আকর্ষণীয় মাধ্যম হল চলচ্চিত্র। এই মাধ্যম শিক্ষার্থীর জীবনকে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করে। যেমন -

1. বাস্তবসম্মত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় উপস্থাপন (Presentation of practical and sensible matter) :-

চলচ্চিত্র বিষয়বস্তুকে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে পারে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক জ্ঞান আহরণে সহায়তা করে বা তাদের বস্তুধর্মী জ্ঞানকে পূর্ণতা দান করে।

2. শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ সঞ্চার (Creating interest of getting education) :-

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে চাই। তাই বিষয়বস্তুর প্রতি তাদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি থাকে।

3. বিষয় জ্ঞানের দক্ষতা বৃদ্ধি করে (Increase subject knowledge) :-

চলচ্চিত্র শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব ইত্যাদির মত অনেকগুলি বিকাশযোগ্য শিক্ষামূলক লক্ষ্য চরিতার্থ করতে সহায়তা করে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত তথ্য শিক্ষার্থীদের বিষয় জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

4. সবার উপযোগী (Acceptble to all) :-

চলচ্চিত্র উচ্চ ও নিম্ন বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সমভাবে প্রভাবিত করে। তাই এই মাধ্যম সকলের প্রতি।

5. আদর্শ মনোভাব গঠন (Building ideal attitude) :-

চলচ্চিত্র বিশেষ কোন সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি শিক্ষার্থীদের আদর্শ মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে

6.শিক্ষা বিস্তার (Expansion of education) :-

চলচ্চিত্রের গ্রহণ যোগ্যতা বেশি হওয়ার জন্য বর্তমান কালের গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রকে খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয়।

7. অপসংগতি দূরীকরণ (Eradication of maladjustment) :-

চলচ্চিত্র অনেক সময় শিক্ষা দিলে ব্যক্তিগত চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। ফলে তাদের 'অহম সত্তা' পরিতৃপ্তি লাভ করে এবং অপসংগতি দূর হয়।

8. জনমত গঠনে সহায়তা (Creating public opinion) :-

চলচ্চিত্রর জনগণের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের প্রতিকার সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়া জনমত গঠনে বিশেষ সাহায্য করে।

চলচ্চিত্রের সীমাবদ্ধতা (Limitations of cinema) :-

শিক্ষায় চলচ্চিত্র বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এর বেশ কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। সেগুলি হল -

1. বিকৃত রুচি (Unfavourable test) :-

চলচ্চিত্র বর্তমানে বিকৃত রুচির একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে। আবার অনেক সময় কমবয়সি ছেলেমেয়েরা চলচ্চিত্র কে অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে নিজেদের জীবনকে বিপথে চালিত করে।

2.কু -অভ্যাস ও কুসংস্কার (Bad habit and superstition) :-

চলচ্চিত্র অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে কু অভ্যাস গড়ে তোলে এবং অলৌকিক বিষয় উপস্থাপন করে কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসকে ত্বরান্বিত করে।

3. একমুখী সংযোগ (One way communication) :-

চলচ্চিত্র দেখার পর তার প্রতিক্রিয়া দর্শকেরা তৎক্ষণাৎ চলচ্চিত্র নির্মাতাকে জানাতে পারে না এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আরো কিছু জানা থাকলেও তা পূর্ণতা করতে পারে না।

4. অর্থ উপার্জনের উপায় (Way of earning) :-

বর্তমানে বেশিরভাগ চলচ্চিত্রই ব্যবসায়িক দিকের প্রতি মননিবেশ করে তৈরি করা হয়। ফলে শিক্ষামূলক দিকটি এখানে উপেক্ষিত থেকে যায়।

উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা সত্বেও গণশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রকে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে নির্মাতাদের সীমাবদ্ধরা গুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষা সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতির কথা মাথায় রেখে চলচ্চিত্র তৈরি করলে তা জনগণের কাছে আরো গ্রহণযোগ্যতা হয়ে উঠবে।

3. বেতার (Radio) :-

গণমাধ্যম গুলির মধ্যে একটি জনপ্রিয় এবং বিস্তৃত সংযোগকারী মাধ্যম হল বেতার। বেতারের মাধ্যমে বিনোদনমূলক কর্মসূচি ছাড়াও বিশেষভাবে প্রস্তুত শিক্ষামূলক কর্মসূচিও প্রচার করা হয়ে থাকে, এই কর্মসূচি ও শিক্ষা প্রক্রিয়াকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারে।

বেতারের শিক্ষামূলক ভূমিকা (Educational role of radio) :-

বেতারের শিক্ষামূলক দিক গুলি হল -

1. মৌখিক শিক্ষা (Oral education) :- বেতার মৌখিক শিক্ষণকে সহায়তা করে। বিদ্যালয় পাঠদানের পাশাপাশি বেতারের মাধ্যম পাঠ দান করলে বিষয়বস্তু অনেক হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে।

2. বাস্তবসম্মত বিষয়বস্তু উপস্থাপন (Presentation of practical content) :-

বেতারের মাধ্যমে অনেক বাস্তবসম্মত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরা যায়, ফলে শিক্ষার্থীরা মনে অধিকতর প্রভাব ফেলতে পারে।

3. অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা বিষয়বস্তু উপস্থাপন (Presentation by experienced person) :-
বেতারের মাধ্যমে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যাক্তি দ্বারা বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। তাহলে বিষয়বস্তু নির্ভুল ও তথ্য সমৃদ্ধ হয়।

4. অনেক ব্যক্তিকে একসঙ্গে শিক্ষা দেন (Mass education at a time) :-

বেতারের মাধ্যমে একসঙ্গে অনেক ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া যায়। ভারতবর্ষের মতো জনবহুল দেশে তাই বেতার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা মাধ্যমে।

5. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি (Increase social awareness) :-

বেতারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা যায়। চিকিৎসক, বিজ্ঞানী প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি দ্বারা উপস্থাপিত অনুষ্ঠান ও আলোচনা মানুষ এমন যথেষ্ট রেখা করে।

6. নতুন জ্ঞান অর্জন (Acquisition of new knowledge) :-

বেতারের মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন গবেষণামূলক বিষয় জ্ঞান লাভ করতে পারি। এই নলবদ্ধ জ্ঞান আমাদের জীবনকে বিকাশিত করে।

7. শিক্ষায় ব্যয় হ্রাস (Lowering cost of education) :-

বেতার শিক্ষায় কম বিদ্যুৎ ব্যয় অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দেয়া যাই বলে শিক্ষায় কর্মসূচি আর্থিক ব্যয় হ্রাস করতে পারে।

8. আগ্রহ সঞ্চার (Growing interest) :-

বেতারের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করলে তা অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী হয়, ফলে শিক্ষা গ্রহণ তারা অধিক আগ্রহী হয়।

বেতারের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Radio):-

বেতারের সীমাবদ্ধাগুলি নিমরূপ -

1. একমুখী সংযোগ (One way communication) :-

অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত না হলে শিক্ষার্থীরা জিজ্ঞাসা প্রশ্নের সমাধান পাই না। ফলে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

2. আকর্ষণহীনতা (Lack of interest) :-

প্রযুক্তিবিদ্যা দ্রুত উন্নয়নের ফলে বেতেরর গুরুত্ব দিন দিন হারাচ্ছে এবং বেতার প্রতি মানুষের আকর্ষণ কমছে।

3. প্রশাসনিক অসুবিধা (Administration problems) :-

বিদ্যালয়ের অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির সঙ্গে বেতার কর্মসূচির সামঞ্জস্য বিধান করা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠেৎনা। ফলে বিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রয়োজনীয় কর্মসূচিকে বাতিল করতে হয়।

তবে বেতার শিক্ষার কিছু অসুবিধা থাকলেও গণশিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে বেতারকেকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা ঠিক হবে না। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই বেতারকে শিক্ষার একটি কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

4. দূরদর্শন (Television) :-

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দূরদর্শন চলচ্চিত্র ও বেতারের চেয়েও অনেক বেশি জনপ্রিয় গণমাধ্যম। এমনকি অনেক উন্নতদেশে বিদ্যালয়গুলির নিজস্ব দূরদর্শন কেন্দ্র থাকে। এইসব দূরদর্শন কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে পাঠ প্রচার করা হয়।

দূরদর্শনের শিক্ষামূলক ভূমিকা (Educational role of television):-

অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার দৃশ্য-শ্রাব্য একটি মাধ্যম হল দূরদর্শন। শিক্ষা ক্ষেত্রে এর ভূমিকা গুলি হল :-

1.দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম (Audio visual medium) :-

চোখও কান - এই দুটি ইন্দ্রিয়ের যৌথ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। ফলে তার জ্ঞান অনেক বেশি সমৃদ্ধ, সুসংহত ও বাস্তবধর্মী হয়ে ওঠে।

2. সকলের উপযোগী শিক্ষা (Acceptble to all) :-

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠায় এই মাধ্যমে সকল মানুষের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেয়া যায়।

3. জনশিক্ষা বিস্তার (Increasing mass education) :-

সরকারি উদ্যোগে সাক্ষরতা কর্মসূচি এবং জনশিক্ষা কেন্দ্র গুলির বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেশের দুর্গম অঞ্চলে সম্প্রচার করা সম্ভব হয়। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ও উন্নতি করা সম্ভব হয়েছে।

4. ঘটমান ঘটনার প্রচার (Telecast of contemporary facts) :-

দূরদর্শনের মাধ্যমে কোন ঘটনা ঘটমান অবস্থাতেই সরাসরি সম্প্রচার করা যায়, ফলে বিষয়বস্তু আরো বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

5. নান্দনিক বিকাশ (Aesthetic development) :-

দূরদর্শন শুধু সংবাদ বা সামাজিক সমস্যা তুলে ধরে তাই নয় এর নান্দনিক দিকও আছে। দূরদর্শনে প্রচারিত নাটক, গান, বাজনা প্রভৃতি মানুষের নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটায়।

6. বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধি (Increase scientific attitude):-

দূরদর্শনের বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক অনুষ্ঠান কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শেখায় এবং মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী বিজ্ঞান নির্ভর মন তৈরি করে।

7. অভিমত সচেতনতা গঠন (Formation of public opinion and awareness) :-

দূরদর্শনে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান মানুষের আচরণকে অনেক বেশি প্রভাবিত করতে পারে এবং কোন বিষয় বা ধারণা সম্পর্কে এটি স্থায়ী মনোভাব তৈরি করে।

৪. পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় (Focus to changing world) :-

দূরদর্শনের মাধ্যমে বিশ্ব আর ছোট বাক্সের মধ্যে চলে এসেছে। অজস্র চ্যালেনে বিশ্বের নতুন নতুন ঘটনা, জগত সম্পর্কে নানা অজানা কাহিনী পরিবর্তনশীল পৃথিবীর পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়।

দূরদর্শনের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Television) :-

শিক্ষা ক্ষেত্রে দূরদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এই মাধ্যম সম্পন্ন ত্রুটিমুক্ত নয়। এই মাধ্যমে ত্রুটি গুলি হল -

1.অসত্য তথ্য প্রকাশ (Presentation of inauthentic facts) :-

দূরদর্শনে প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলিকে বিজ্ঞাপন দাতারা দর্শকদের প্রবাহিত করার জন্য অতিরঞ্জিত করে এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে অসত্য তথ্য পরিবেশন করে যার দ্বারা জনগণ প্রতারিত হয়।

2. কু - অভ্যাস গঠন (Formation of bad habits) :-

বর্তমানে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের চেয়ে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানই বেশিমাত্রায় সম্প্রচারিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সম্প্রচারিত এই অনুষ্ঠানগুলিতে শিক্ষনীয় বিষয় তেমন একটা থাকে না। বরং কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের মধ্যে কু অভ্যাস গড়ে তোলে।

3. ব্যয়সাপেক্ষ মাধ্যম (Expensive medium) :-

দূরদর্শন একটি ব্যয়সাপেক্ষ মাধ্যম। ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে সকলের পক্ষে দূরদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। বিশেষত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি, সেখানে দূরদর্শন কোন প্রভাব ফেলতে পারে না।

4. দ্বিমুখী অনুষ্ঠানের অভাব (Lack of programme with two way communication) :-

দূরদর্শনের কিছু অনুষ্ঠান দ্বিমুখী হলেও সব ক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠেনি। তাই সর্বক্ষেত্রেই চিন্তা ভাবনা ও সংবাদ বিনিময় সম্ভব হয় না।

5. নিজস্ব বিচারবোধ রুদ্ধ হয় (Obstacle to independence judgement and thoughts) :-

দূরদর্শনের প্রভাব ব্যক্তির নিজস্ব যুক্তিধর্মিতা সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। মানুষের কল্পনা শক্তিকে ত্বরান্বিত করতে পারে না বলে অনেক দূরদর্শনকে বোকা বাক্স বলে।

কিছু অসুবিধা থাকলেও আধুনিক বিশ্বে দূরদর্শনকে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে দূরদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে

শিক্ষামূলক প্রেষণা সঞ্চার সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয় এবং একই সঙ্গে অনেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেয়া যায়। তাই শিক্ষার সম্প্রসারণে দূরদর্শন বিভিন্ন দেশে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এই মাধ্যম আজ প্রাসঙ্গিক

আধুনিক যুগের মাধ্যম (Media of modern era) :-

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার নতুন নতুন মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে। আধুনিক যুগের এরকম কয়েকটি মাধ্যম হলো -

1. মোবাইল ফোন (Mobile phone) :-

মোবাইল ফোন নবতম মানবজীবনে বিজ্ঞানের আশীর্বাদস্বরূপ। যেকোনো সময় যে কোন স্থান যোগাযোগের মাধ্যম হল মোবাইল। এর মাধ্যমে শুধুমাত্র মিথস্ক্রিয়া হয় তাই নয়, বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও সংবাদ লাভ করা যায়, এমনকি আর্থিক ও অনাথিক লেনদেনও করা যায়। বর্তমানে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে আমরা সমর্থ হয়েছি।

2. কম্পিউটার (Computer) :-

বর্তমানে বিভিন্ন অসম্ভব সম্ভব হয়েছে কম্পিউটার আবিষ্কারের ফলে। কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা একাধিক বিষয়ের জ্ঞান বা তথ্য লাভ করতে পারি। পূর্বে ছাপা মাধ্যমের দ্বারা তথ্য লাভ করা সম্ভব হত। বর্তমানে কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা তথ্য সংরক্ষণ করিও আমাদের মতামত জ্ঞাপন করতে পারি। বলা যেতে পারে যে মানব বুদ্ধির সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যা সংযোগ হয়ে কম্পিউটার উদ্ভাবন হয়েছে।

3. ইন্টারনেট (Internet) :-

নতুন যুগের মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেট একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। পূর্বে মানুষ সংবাদপত্রের মাধ্যমে খবর লাভ করত। কিন্তু বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষ যখন খুশি তখনই বিভিন্ন তথ্য বা জ্ঞান আদান-প্রদান করতে পারে।

4.ই- মেল (E - mail) :-

চিঠি বা ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি আধুনিক সংস্কার হলো ইলেকট্রনিক মেল বা ই - মেল। এর সুবিধা হল অল্প সময় প্রচুর তথ্য একই সঙ্গে অসংখ্য ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করা যায় এবং এতে কাগজের ব্যবহার হয় না।

5. ওয়েবসাইট (Website) :-

বিভিন্ন সংস্থার বা ব্যক্তি তাদের কার্যাবলী ওয়েবসাইটের মাধ্যমে উপস্থাপন করে থাকেন। ওয়েবসাইটের উপযোগিতা শুধুমাত্র তথ্য উপস্থাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রয়োজনে

সেগুলি সংরক্ষণ করে রাখা যায়। ফলে শিক্ষামূলক কোন জ্ঞান বা তথ্য আমরা নির্দিষ্ট সংস্থার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পেয়ে থাকি।

6. ই - ফোরাম (E - forum) :-

ই ফোরাম হলো ক্ষুদ্র বুলেটিন যা কোন একটি বিষয়ের ব্যক্তির মতামত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তুলে ধরে। এর মত দিয়ে বিষয়টি মুক্ত আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করা হয়। ই ফোরামের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাদের মতামত প্রদান করেন।

7. ই - বুকস (E - books) :-

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন গ্রন্থাগারের সুযোগ বর্তমানে বহু মানুষ গ্রহন করে তাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতামূলক চাহিদা পূরণ করতে পারছেন। এখানে কম্পিউটারে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বই পড়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ফলে ভারী ভারী বই বহন করতে হয় না। এখন মোবাইলে মাধ্যমেও এই সুবিধা উপভোগ করা যায়। আবার প্রয়োজন মত অক্ষরের আকার ও আয়তন নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

8. স্বল্পসময়ের ভিডিয়ো বা পডকাস্ট (Podcast) :-

পডকাস্ট এর মাধ্যমে স্বল্প দৈর্ঘ্যের দৃশ্য শ্রাব্য বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা যায় এবং মোবাইল ফোন, কম্পিউটারের মাধ্যমে এগুলি দেখা বা শোনা যায়।

9. ব্লগ (Blog) :-

ব্লগ ইন্টারনেটের মাধ্যমে উপস্থাপিত এমন একটি স্থান যেখানে কোন একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তি বর্গ তাদের মতামত, তথ্য, ছবি, ভিডিও লিপি কত করতে পারেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের ব্লগে প্রদত্ত অভিজ্ঞতাও গবেষণামূলক তথ্য অন্য একাধিক মানুষ সহজেই সংগ্রহ করতে পারেন।

10. ইন্টারনেট টিভি (Internet TV) :-

এটি অনলাইন টিভি নামে পরিচিত। প্রদত্ত তালিকা থেকে ব্যক্তি নিজের পছন্দমত অনুষ্ঠান বাছাই করে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তা কম্পিউটারে সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি উল্লেখযোগ্য একটি মাধ্যম।

11. ফেসবুক (Facebook) :-

একবিংশ শতাব্দীতে যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো ফেসবুক। এটি আমেরিকান বহুজাতিক সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম। এর মূল প্রবক্তা হলেন

মার্ক জুকারবার্গ। ফেসবুকের মাধ্যমে ব্যক্তি বা কোন সংস্থা যেমন অন্য সকলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে পারে তেমনি নিজস্ব তথ্য, ছবি, ভিডিও বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারে। নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ফেসবুকের মাধ্যমেই ওই নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সংস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন রকম তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

পূর্বে ফেসবুক মূলত অনিয়ন্তিত শিক্ষার একটি মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হতো। কিন্তু যখন করোনা ভাইরাস (Covid-19 virus) এর জন্য সৃষ্ট পরিস্থিতিতে মানুষ গৃহবন্দী হয়ে পড়ে এবং শিক্ষার্থীরা যখন তাদের শিক্ষাপ্রতষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন ফেসবুক প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা গ্রহণ করেছে। । এই ফেসবুকের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বক্তব্য, নোটিশ, পরীক্ষার ফলাফল, ভর্তি সংক্রান্ত খবর ইত্যাদি প্রকাশিত করে। ফলস্বরূপ জনসমাজের নাগরিকবৃন্দ তাদের ঘরে বসেই ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংস্থার ফেসবুকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এইজন্য একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাক্ষেত্রে ফেসবুকের অবাধ বিচরণ সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমানে এটি একটি অতি পরিচিত এবং জনপ্রিয় সামাজিক সংযোগসাধনের উপায়। এটি মানুষ বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করে থাকে। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা কিংবা নতুন বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্য ফেসবুক হল একটি ভিত্তি বিশেষ। এখানে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন বিষয়ে নিজের মতামত উপস্থাপন করতে পারে। এছাড়া বিজ্ঞাপন দাতারা তাদের উৎপন্ন সামগ্রী ফেসবুকের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

12 . ইউটিউব (YouTube) :-

এটি এমন একটি ওয়েবসাইট যা ভিডিও আকারে তথ্য সংরক্ষণ করে রাখে। নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত আকর্ষণীয় এই ভিডিও থেকেও প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা যায়। চলচ্চিত্র থেকে শিক্ষামূলক ভিডিও সবকিছু ইউটিউবে এর মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

13 . টুইটার (Twitter) :-

এটি একটি বিখ্যাত জনসংযোগ ওয়েবসাইট। এটি হলো ক্ষুদ্র ব্লগ সাইট। যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে মিতস্ক্রিয়া করা যায়। এমন একটি সময় ছিল যখন এটি বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের সরকার এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

14 . হোয়াটঅ্যাপ (WhatsApp) :-

আধুনিককালের যোগাযোগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো হোয়াটসঅ্যাপ। এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার তথ্য, ছবি, ভিডিও, বক্তব্য, নোটিশ ইত্যাদি একাধিক ব্যক্তির কাছে

প্রেরণ করা যায়। হোয়াটসঅ্যাপ হল এক প্রকার ফ্রিওয়্যার যার মালিকানা বর্তমানে আমেরিকান সংস্থা ফেসবুক হাতে রয়েছে।

বর্তমানে যে সকল সামাজিক মাধ্যম ব্যাপক আকারে প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো হোয়াটসঅ্যাপ। এটি অত্যন্ত সহজ, সরল এবং ব্যবহারের দিক থেকে ব্যবহারকারীর সহযোগী হওয়ার ফলে বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থান তাদের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখে। করোনা ভাইরাস সংক্রমনের ফলে যখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং শিক্ষার্থীরা গিয়ে বসে অনলাইন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শিক্ষক মহাশয় পাঠ গ্রহণ করতে শুরু করে, তখন হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে। অর্থাৎ শুধুমাত্র অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু নয়, প্রখ্যাত শিক্ষার ক্ষেত্রেও বর্তমানে হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগের অন্তর মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন তাদের সদস্যদের মধ্যে সংযোগ রক্ষায় হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে।

15 . গুগল মিট এবং জুম মিটিং এপ্লিকেশন (Google meet and zoom meeting app) :-

আধুনিককালে শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়া য় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে গুগল মিট, জুম মিটিং অ্যাপ প্রভৃতি। পূর্বে এই সকল অ্যাপ ব্যবহৃত হতো শুধুমাত্র বিভিন্ন বহু জাতিক সংস্থার মধ্যে ব্যবসায়িক আলাপ আলোচনা করার ক্ষেত্রে। এই সকল অনলাইন প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে ব্যবসায়ী গণ এবং আধিকারিকগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষত করোনা ভাইরাস সংক্রমনের কারণে যখন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় তখন শিক্ষক শক্ষকদের মধ্যে শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়া সচল রাখার ক্ষেত্রে এই সকল অ্যাপগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অর্থাৎ প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা প্রতিটি স্তরেই শিক্ষক-শিক্ষিকা গণ এই সকল অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করে থাকেন। এই সকল অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে তারা যেমন নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন, স্ক্রিন শেয়ারিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়বস্তু, দৃশ্য, ভিডিও ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা যায়। এছাড়া পাঠদান চলাকালীন শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রশ্ন শিক্ষক মহাশয় কে সরাসরি করতে পারে অথবা চ্যাটবক্স এর মাধ্যমে নিজেদের প্রশ্ন উপস্থাপন করতে পারেন। ফলস্বরূপ শিক্ষক-শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে আরো বেশি করে আকর্ষণীয় ও কার্যকরী করে তুলতে পারে। অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর শ্রেণিকক্ষে প্রযুক্তি বিদ্যা এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

উপরিউক্ত আধুনিক যুগের মাধ্যম গুলি মূলত কম্পিউটারের সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়ার ব্যবস্থার সংমিশনে তৈরি হয়েছে। তাই এগুলি পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করার জন্য যেমন কম্পিউটার সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান আবশ্যক তেমনি বিভিন্ন ডিভাইস বা যন্ত্র (যেমন - মোডেম, মোবাইল, কম্পিউটার) ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। তাই এই মাধ্যম কিছুটা ব্যয়সাপেক্ষ। তবে প্রাথমিক ব্যয় মেটানোর পর পুনরাবৃত্তিমূলক ব্যয় খুবই কম। এছাড়া এই

মাধ্যম গুলির মাধ্যমে অতি দ্রুত অসংখ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ প্রদত্ত বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করা যায়। সময় এবং শ্রমের সাশ্রয় হয় বলে এই মাধ্যমগুলি আজ এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সীমাবদ্ধতা (Limitations of Electronic Media) :-

বৈদ্যুতিন মাধ্যম আধুনিক যুগের একটি বহু ব্যবহৃত মাধ্যম। কিন্তু এর কয়েকটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন এই মাধ্যম ব্যবহার করতে হলে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা অবশ্যক। এই মাধ্যমের ব্যবহার সামান্য জটিলতার সৃষ্টি করে বলে অনেকেই এই মাধ্যমে এড়িয়ে চলেন। তাছাড়া এক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকা বাধ্যতামূলক।

উপসংহার

গণমাধ্যম ধারণার শ্রেণীবিভাগ, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপকে উদ্দীপিত করতে, একটি সমষ্টিগত সমালোচনামূলক সচেতনতা বিকাশ, দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন, নির্দিষ্ট বিষয়গুলিতে একটি নতুন কাঠামো বা সংস্থা আরোপ করতে এবং মৌলিকতা এবং সৃজনশীলতাকে উত্সাহিত করতে সহায়তা করে বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই শিক্ষকদের সঠিকভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং এ ধরনের উপকরণ ব্যবহারে আগ্রহী করে তুলতে হবে। এবং উপকরণগুলির পর্যাপ্ত ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের প্রশিক্ষিত এবং ভিত্তিক হতে হবে।

আমরা জানি, ভালো শিক্ষক জন্মায় না, তৈরি হয়। পদ্ধতি, কৌশল, বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম ব্যবহারে প্রশিক্ষণ একজন শিক্ষককে ভালো ও দক্ষ হতে সাহায্য করে। সমস্ত দৃষ্টান্তমূলক উপকরণ তার শিক্ষার জন্য "সহায়ক" হবে। তার শিক্ষাগত ফলাফলগুলি মডেম পদ্ধতি, কৌশল, উপায় এবং গণমাধ্যমের সুবিবেচনামূলক ব্যবহারের মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করা হবে শিক্ষাগত গবেষণাও প্রমাণ করেছে যে যোগাযোগের মডেম মিডিয়ার বুদ্ধিমান নির্বাচন এবং ব্যবহারের মাধ্যমে নির্দেশনা ব্যাপকভাবে উন্নত করা যেতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :-

1. ড. বিনায়ক চন্দ্র , ড়. তারিনী হালদার , শিক্ষার দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত , আহেলি পাবলিশার্স

রঘুনাথ মজুমদার স্ট্রিট , কলকাতা - ৭০০০০৯

2. পীযূষ সরকার , বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস , দেশ পাবলিকেশন

3. ড. মিহির কুমার চ্যাটার্জী ,ড

জয়ন্ত মেটে , ড শান্তিনাথ সরকার , রীতা বুক এজেন্সি

WEBSITE

1.https://unacademy.com

2.https://www.wbinstitute.com

3.https://m.wikipedia.org

4.https://www.yourarticlelibrary.com

5.Studymamuhttps://www.studymamu.in

6.Universityhttps://www.wbnsou.ac.in ›